R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার ঃ—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৯শে আশ্বিন, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৬ই অক্টোবর, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

বন্যার জল নেমে গিয়েছে, পশুখাদ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে
বন্যার্ত্তদের বাড়ি তৈরীর জন্য ঋণ নেওয়ার চেষ্টা চলছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ৬ অকটোবর—বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরীর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা চলছে। গত বৃহস্পতিবার মহাসপ্তমীর দিন রাজ্য ত্রাণমন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারাওগী রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে এসে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে এ কথা বলেন। ব্লকের সেই বৈঠকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মহঃ সোহরাব, বিধানসভা সদস্য হাবিবুর রহমান, জেলা শাসক এন রামজী, মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত, বি ডি ও সুভাষ কুণ্ডু এবং মহকুমা স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বায়াতুল্লা। সারাওগী সকলের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি এবং ত্রাণের ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সব রকম সাহায্য দেওয়া হবে। যাঁদের বাড়ি পড়ে গিয়েছে তাঁরা বাড়ি তৈরী অথবা মেরামতির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে যাতে ঋণ পান সরকার তার জন্য চেষ্টা করছেন। ঋণের টাকা অবশ্য কিস্তি হিসেবে ব্যাঙ্ককে ফেরত দিতে হবে। আর শ্রম দিতে হবে উপকৃত ব্যক্তিকে। সারাওগী ওইদিন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলির একাংশ পরিদর্শন করেন এবং বড়জুমলা নয়া বসতটির বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুরে দেখেন।

বি ডি ও সুভাষ কুণ্ডু ওই দিন আমাদের আবার নিয়ে যান বন্যাপীড়িত অঞ্চলগুলি দেখাতে। দেখি বন্যার জল নেমে গিয়েছে ; তেঘরি, পুঁঠিয়া, সেকেন্দ্রা, মিঠিপুরে সপ্তমীর ঢাকে কাঠি পড়েছে। শুনি ঈদ হয়েছে এক হাঁটু জলের মধ্যেই। এম এল এ হাবিবুর রহমান বলেন, নৌকোয় করে লোকজন এসে রাজ্য সড়কের পাশে উঁচু জায়গায় ঈদের নামাজ পড়েছেন। রাজ্য সড়কে ১২ কিমি জুড়ে মাটির বাঁধ দেওয়ায় রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের বিরাট একটা অংশ বন্যার হাত থেকে বেঁচে গেছে। অবশ্য বিপদের আশঙ্কা থাকায় রাজ্য সড়কের এই অংশে মোটরযান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জঙ্গিপুর মহকুমায় এবার মা দুর্গার আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে। বন্যা ও ভাঙনের তাণ্ডবে ক্ষতবিক্ষত গ্রামগুলিতে তাই কোন রকম জলুস এবার চোখে পড়েনি। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহর পূজোর চারদিন ছিল নিস্তেজ। ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, সাগরদীঘি নিষ্প্রাণ। দুর্যোগের ফলে বাজারের বেচাকেনায় মন্দাভাব দেখা যায়। বিজয়া দশমীর দিন রঘুনাথগঞ্জ সদর-ঘাটে কড়া পুলিশ পাহারা বসানো হয়। গান্ধী জয়ন্তীর জন্য মদ্যপান ছিল নিষিদ্ধ। তাই বলে যে মদ কেউ খায়নি এমন নয়। কালোবাজারে চার টাকার বোতল পঁচিশ টাকায়

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধুলিয়ানে কীর্তিনাশার নাশ অব্যাহত
বাড়ি চাপা পড়ে মা ও মেয়ের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ অকটোবর—ধুলিয়ানে কীর্তিনাশার বিনাশ এখনও অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, কৃষ্ণপুরে ৫টি এবং লক্ষ্মীনগরে আরো ২টি বাড়ি ভাঙনের ফলে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। অন্য এক খবরে জানা গেল, ধুলিয়ানে একটি বাড়ি ধসে পড়লে পূজোর সময় মা ও মেয়ে সেই বাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। তবে ভাঙনের ফলে বাড়িটি ধসেছে কি না এবং তার ফলে এই দু'জনের মৃত্যু ঘটেছে কি না সে সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

গত ১৬ সেপটেমবর এস ইউ সি নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও ক্ষেতমজুর ফেডারেশনের সামসেরগঞ্জ থানা কমিটি সেখানকার বিডিওকে ৮ দফা দাবি সম্বলিত এক দাবিপত্র দিয়েছেন। দাবিগুলির মধ্যে গঙ্গা ভাঙনে বাস্তুহীনদের জন্য অবিলম্বে বস্তুভিটা তৈরী, পানীয় জল, রাস্তা তৈরী ও রেশন কারড দেওয়ার দাবি অন্যতম। বিডিও দাবিগুলি পূরণের জন্য চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে ভাঙন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে। বোড়াকোপড়া গ্রামে নতুন করে ভাঙনের ফলে ১৮টি পরিবার গৃহহীন হয়েছেন। ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের মহকুমা শাসক নবকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, বিধ্বস্ত খান্দুয়া গ্রামের আশেপাশে ব্যাপক ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেখভালের অভাবে উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা

সাগরদীঘি, ৫ অক্টোবর—লোকজন ও দেখভালের অভাবে এই ব্লকের জিনদীঘি ও তাঁতিবিরল গ্রামের মাঝে সদ্য নির্মিত বন্যেশ্বর উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল শোচনীয় হয়ে পড়েছে। পূর্ত দপ্তরের কাছ হতে স্বাস্থ্যদপ্তর এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নেওয়ার পর জানালা-দরজা চুরি গিয়েছে। টিউবওয়েলের মাথাটি অদৃশ্য হয়েছে এবং চারপাশ নোঙরা হয়ে পড়েছে। ২৫ বছর আগে সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাঁতিবিরলের রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য ৫ হাজার টাকা এবং ৬ বিঘা জমি দান করেন। কিন্তু ২৫ বছর পর সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবর্তে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী হওয়ায় এবং লোকজনের অভাবে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির এহেন হাল হওয়ায় গ্রামবাসীরা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বলে আশঙ্কা করছেন।

সব ফসলের উপযোগী
জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
ও
রাইজোবিয়াম
বাজারের নতুন সার
• দাম খুব কম
• ফলন বাড়ায় ১৫ শতাংশ
• জমির তেজ বাড়ায় আরো বেশী
প্রস্তুতকারক•
মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া
৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আশ্বিন বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

পূজা ও ৺বিজয়া

বহু প্রত্যাশিত অথচ বহুজনের কাছে হতাশাব্যঞ্জক বেতারবাণীর মহালয়া অনুষ্ঠানে নৈরাশ্যদিগ্ধ বঙ্গবাসী (সকলেই নহেন) আনন্দময়ীর আগমনপ্রতীক্ষু হইয়া তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এখন চলিয়াছে ৺বিজয়ার পালা—প্রীতি-অভিনন্দন-শুভেচ্ছা-সম্ভাষণ-প্রণাম-নমস্কার-আশীর্বাদ বিনিময় পর্ব। পূজার কয়েকটি দিন আনন্দ-উৎসাহ-উদ্দীপনার পশরা সদা উন্মুক্ত ছিল। স্বল্পকালস্থায়ী যেন এই আনন্দ। পূজান্তে তাই একটা বিরাট শূন্যতাবোধ সকলের মন ছাইয়া ফেলে। ৺বিজয়ার পালা সেই শূন্যতা পূরণ করে। ইহা নিছক অনুষ্ঠানসর্বস্ব নহে; দুটি নারিকেল নাড়ু বা ঐরকম সামান্য, অতিসামান্য আহার্যদানে অথবা পথে-ঘাটে শুভেচ্ছা বিনিময়ে মিশ্রিত থাকে এক প্রবল আন্তরিকতাবোধ। ৺বিজয়ার আবেদন একান্ত হার্দিক যাহা আনিয়া দেয় এক অনির্বচনীয় আত্মিক শক্তি।

এইবারের দুর্গাপূজা সর্বত্র সার্বজনীন উৎসাহ-আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে নাই। রাজ্যের বহু স্থানের বন্যা-প্লাবনে মানুষের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। এই মহকুমাও গঙ্গার ভাঙ্গন ও প্লাবনে চরম ক্ষতিগ্রস্ত। পূজার প্রাক্কালে গৃহহীন, বিষয়সম্পত্তি-হারা মানুষের অশ্রুপাত হইয়াছে। ইত্যাকার আধিদৈবিক জ্বালায় বিপন্ন ও দুর্গত মানুষের সান্ত্বনা কোথায়? প্রাকপূজা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কারণে পূজার আনন্দ ভগ্নাংশে উপভোগ করিয়াও অতি সাধারণ মানুষের মুখে সারা বৎসরের দুঃখ-দারিদ্র্যবরণের প্রতি-শ্রুতি। বাহিরে কোথাও গিয়া পূজা-অবকাশ যাপনের যে প্রবল তাগিদ, এই বৎসর বিশেষ ট্রেণের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সুস্পষ্ট। ক্রয়-বিক্রয় অন্তে যৎকালে ক্রেতা ভোক্তা, বিক্রেতা তখন লভ্য-লাভের যাচাইয়ে ব্যস্ত।

এত বাধা, এত দুর্বিপাক, এত অভাব-অনটন সত্ত্বেও লোকে পূজার চারিদিন সব কিছু ভুলিয়া থাকিতে চাহেন। শুধু 'আনন্দৈব কেবলম্'—ছাড়া আর কিছু কেহ মনে স্থান দেন না। এবারেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। দারিদ্র্য-দুর্যোগ-দুর্গতি এবং সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যথাক্রমিক মাধ্যম অশ্রুবাষ্প-দুশ্চিন্তা ও হাসি-আনন্দে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শেষ হইয়াছে। পূজাবকাশান্তে আমরা আমাদের পত্রিকার প্রথম প্রকাশ দিনে গ্রাহক-অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং আর আর সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কামনা করি সকলের সার্বিক কল্যাণ।

"অসতো মা সদ্‌গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়.....।"

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/ সত্যনারায়ণ ভকত

[কথায় আছে বার মাসে তের পার্বণ। সেই সুবাদে আমাদের জেলার গ্রামাঞ্চলেও বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তরুণ সাংবাদিক সত্যনারায়ণ ভকত সেই সমস্ত উৎসবের তথ্য সংগ্রহ করে 'উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ' শিরোনামায় বর্ণনামূলক রচনা লেখায় ব্রতী হয়েছেন। সাগরদীঘি থানার তাঁতিবিরল গ্রামের দশেরা উৎসব নিয়ে তাঁর প্রথম নিবন্ধটি আজ প্রকাশিত হল। —সম্পাদক, জঙ্গিপুর সংবাদ]

তাঁতিবিরলে বিজয়া দশমী

ঢাক...টি পিটা...ঢাক...টি .. পিটা...ঢাক বাজাতে বাজাতে শচীন হঠাৎ এক লাঠি মাটি থেকে তুলে নিল। মাঝ বরাবর এক হাত ফাঁক রেখে দু'হাত দিয়ে লাঠিকে সামনে মেলে দিয়ে বলল, যে এই ফাঁকটুকুতে লাঠি মারতে পারবে সেই হবে আজকের লাঠিখেলার ওস্তাদ। রাস্তার ওপর প্রতিমা রেখে ছেলে-বুড়ো সকলে লাঠিখেলা উপভোগ করতে লাগলো। ঘণ্টাখানেক ধরে চলল লাঠিখেলা। দশেরা উৎসবের আনন্দে সকলে মাতোয়ারা। পটকার কান ফাটানো আওয়াজ। বিজয়া দশমীর দিন তাঁতিবিরলে আগে যে রকম লাঠিখেলা হত এখন তেমন কিছুই হয় না। জমিদার আমল থেকে গ্রামের একমাত্র পূজোয় লাঠিখেলার প্রবর্তন হয়। এই খেলার জগতে গ্রামের মধু, শ্যাম, যদু প্রভৃতির নাম গ্রামবাসীরা মনে রেখেছেন। এখন ছেলেপিলের দল উৎসবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই দশমীর দিন লাঠি ধরে মাত্র। আহা মরি তেমন কিছু নয়। তবু গ্রামে লাঠি-খেলার প্রচলন এখনও আছে দেখে আনন্দ হয়। তাছাড়া গ্রাম বাঙলায় গণতন্ত্রের বুকে দাঁড়িয়ে সামন্ততন্ত্রের সখের খেলা দেখার সৌভাগ্যে রমূল্যও তো কম নয়।

বিজয়া দশমীর দিন দুপুরে সাগর-দীঘি থানার তাঁতিবিরল গ্রামে গরু ছোটান প্রতিযোগিতা হয়। আশে-পাশের গ্রাম এবং জঙ্গিপুর মহকুমার অনেক গ্রামেই গরু ছোটানর প্রচলন আছে। হিন্দু মুসলমান সকলের গরুই এতে অংশ নেয়। প্রতিযোগী গরুদের নানা সাজে সাজিয়ে ছোটান হয়। পেছন পেছন মানুষ ছোটে। আগে প্রথম স্থানাধিকারী গরুর মালিককে কাপড় ও নারকেল উপহার দেওয়া হত; এখন কিছুই দেওয়া হয় না। তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতিযোগিতা ঠিকই হয়। কারণ, দুর্গোৎসবের আনন্দ হিসেবে দশমীর দিন গরু ছোটান প্রতিযোগিতাটি গ্রাম-বাসীদের আনন্দের একটি অঙ্গ। তাঁতবিরলে এবার ৩৬টি গরু দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তার মধ্যে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের গরু প্রথম স্থান অধিকার করে। এই গরুটি এবার নিয়ে পর পর তিন বছর প্রথম হয়ে হ্যাটট্রিক করল।

সন্ধ্যা হতে না হতেই গ্রামের পূজামণ্ডপ গমগম করে। আবাল-বৃদ্ধবণিতা পোশাক-বৈচিত্র্যে জড় হতে থাকেন। প্রতিমা বের করে বাঁধা হয়। যথাসময়ে গ্রামের লোকেরা কাঁধে তোলেন প্রতিমা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাচ-গান প্রতিমা কাঁধে নিয়েই। একসঙ্গে অনেক গান গাওয়া হয় নেচে নেচে। কোন বইয়ে এ গান লেখা নাই। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে মুখে মুখে চলে আসছে এই গান। সেই গানই তাঁরা গান। গ্রামের প্রশান্তর কাছ হতে টুকরো টুকরো কটি গান আমি সযত্নে সংগ্রহ করেছি। বলা বাহুল্য গানগুলি তাঁতিবিরল গ্রামের নিজস্ব সম্পদ। আর এই সম্পদ বছরের একটি মাত্র দিনেই খরচ করা হয়। সে দিনটি দশেরা—বিজয়া দশমীর রাত—প্রতিমা নিরঞ্জনের ঘণ্টা দুই আগে। খরচ হলেও ক্ষয় হয় না—অক্ষয় এ সম্পদ। গ্রামের কথ্য ভাষায় গানগুলি এখানে হুবহু তুলে দিলাম :—

১) লাচেন গো মা লাচেন গো মা
ও মা দিগম্বরী
লাচেন গো মা.....
একবার এসেছ ভবে
আবার আসিতে হবে
মা গো.....
ও মা দিগম্বরী
লাচেন গো মা ...

২) চাঁদ ফুঁকিয়ে মালা
প'ল ভুঙেতে।
আর আমি যাবো না
বিহায়ের সাথে॥
আমার হ্যাংচা ফুলের
মালা এনে দে .....
আর আমি যাবো না
বিহায়ের সাথে॥

৩) নামলাম পুকুরের গাভাতে
শালুক খাবার বাহানাতে,
দিয়ালে দিয়াল ফুকালে
সব খেয়াছে মাতালে।
বিহায় ম'ল হিয়ালে॥

৪) কারো ঘরে গিয়েছিলে মা
কে করিল সেবা গো,
আতপ চাল শোঁয়াসের জালি
দিয়ে মায়ের পদে গো।
সন্ধির সময় পড়ে পাঁঠা
উজানে মা তারা গো।
আজ বড় মা আনন্দময়ী
নাচে দেবী তারা গো॥

৫) হুরকা তোর শুকনা পিরিত
রসাল প্রেমে মজেছি।
হুরকা তোর.....

৬) বিহায় তুই এঁঠা পুড়া খা
বিহায়ের গলায় গলায় লেগে যা—
বিহায় তুই.....

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

খেত-খামার

আপনার লাভের অংশ কে খায়

আপনি জানেন কি আপনার সযত্ন লালিত শস্যের প্রায় ত্রিশ শতাংশ ভাগ ফসল আপনার অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? হয়ত উত্তরে বলবেন, না আপনি ঠিকমত লক্ষ্য করে দেখেননি। কিন্তু একটু নজর করলেই বুঝবেন, আপনার শ্রমজাত ফসলের এক বৃহৎ অংশ আগাছার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মনে রাখবেন আগাছা সামান্য হলেও ভয়ংকর, কারণ, ফসলে প্রদত্ত সার ও সেচ ছাড়াও প্রকৃতিদত্ত উদার সূর্য্যালোক ও তারা সবলে কেড়ে নিয়ে নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে, ফলে আপনার ক্ষেতের ফসল আধপেটা খেয়ে ফসল উৎপন্ন করছে অনেক কম।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে আনুমানিক ত্রিশ প্রকারের প্রধান প্রধান আগাছা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে যারা ফসলের খাদ্যের অংশীদার হয়ে নিজেদের বংশ বিস্তার করেই চলেছে।

দেশে শস্য ক্ষেতে আগাছা দমন করতে সরকারী উদ্যোগে অভিযান শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগ সফল করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা কার্যাকর করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সমিতি এগিয়ে আসছেন এবং তাঁদের সাহায্য করছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি। এই আগাছা দমন কার্য্যসূচীকে সফল করে তুলতে কৃষকদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদিন ব্যক্তিগত-ভাবে কৃষকরা এই কাজ করে আসছেন ফলে সফলতা আসেনি, আজ সময় এসেছে সংগঠিতরূপে প্রকল্পে হাত দেওয়া।

এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, আগাছা শুধু ফসলের উৎপাদনই [illegible] মনে রাখতে হবে আগাছার আক্রমণে ফসলের মানও হয় নীচু স্তরের। দেখা গেছে এক প্রকার আগাছার প্রভাবে ভেড়ার পশমও নিম্নমানের হয়। সেচের ক্যানালে আগাছা ফসলের সেচের ভাগ চুরি করে নিয়ে বেড়ে ওঠে। এ ছাড়াও সেচের বেশ কিছু অংশ চুঁইয়ে ও প্রবাহপথে নষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়াও আগাছায় নানা রকম রোগ পোকার জন্ম হয়।

আগাছার বীজ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি হয়। জানা গেছে ফাইলারিসের একটি বীজ থেকে প্রায় ২৫০০টি বীজ উৎপন্ন হয়। সুতরাং কোথাও যাতে কোন আগাছা না জন্মায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষি-বিজ্ঞানীরা আগাছা দমনের জন্য সংগঠিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াস সুপারিশ করেন। আর রাজ্য সরকারগুলিও নিজেদের রাজ্যে উৎপন্ন আগাছার প্রকৃতি ও গঠন অনুসারে আগাছা দমনের উপায়গুলি গ্রহণ করতে বলেন।

চাষ জমি ছাড়াও অন্য কোন জমিতেও আগাছা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। কারণ এ রকম পোড়ো জমি থেকেই সাধারণতঃ আগাছা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আগাছার বাড় খুব বেশী না হয়ে থাকে তবে যান্ত্রিক সাহায্য বা চাষ দ্বারা তা ধ্বংস করা সম্ভব হয়। কিন্তু যেখানে আগাছা ঘনবদ্ধভাবে বেড়ে ওঠে সেখানে রাসায়নিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ কৌশল গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। যেমন ২,-৪-ডি নামক (2,-4-D) রাসায়নিক চওড়া পাতাযুক্ত আগাছা যা ধানে, গমে বা আখের ক্ষেতে বেড়ে ওঠে তাদের ধ্বংসের পক্ষে ভালো। আর তৈলবীজ ফসল, ডালশস্য এবং শাকসবজির ক্ষেতে নাইট্রোফেন্ন (Nitrofenen & Alachor) এবং এ্যালাকোর জাতীয় রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ করা সুফলদায়ক। ঘাস ও চওড়া পাতার গাছের জন্য ট্রিবিউন্যাল্ সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়াও, আরও অনেক আগাছানাশক ঔষধ আছে। এ ছাড়াও আগাছা প্রতি-রোধী বীজ বুনেও আগাছা দমন করা সম্ভব।

— এফ আই ইউ

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

গ্রামের খেয়াঘাটে পারাপারের অসুবিধা

সাগরদীঘি, ৫ অকটোবর—গাম্ভীরা নদীর আথুয়া খেয়াঘাটে পারাপারের জন্য নির্দিষ্ট কোন ভাড়া-তালিকা নাই। ইজারাদার জুলুম করে যাত্রীদের কাছ থেকে বেশী পয়সা আদায় করে থাকেন বলে ভুক্তভোগীরা জানান। আরো জানা যায় যে, এই ঘাটে ইজারাদার কোন নৌকো দেননি। তালের ডোঙায় করে বিপজ্জনক পদ্ধতিতে যাত্রীদের পার করা হয়। সেই ডোঙা আবার হামেশাই ডুবে যায়। উল্লেখ্য, মাস ছয় আগে এই ঘাটে একজন গ্রামবাসী পার হতে গিয়ে ডুবে মারা যান। আথুয়া খেয়াঘাটটি সাগরদীঘি থানার অধীন।

ট্রাক চাপায় নিহত

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ অকটোবর—আজ সকালে উমরপুর পেটরল পাম্প সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বংশবাটীর ইয়াসীন সেখ রিকসয় করে ঘরে ফেরার পথে ট্রাক চাপা পড়ে নিহত হয়। রিকস-চালক পলাতক।

হত্যাকাণ্ড : অরঙ্গাবাদ, ৩ অক্টোবর—ষষ্ঠীর দিন সুতী থানার কাঁকড়ামারি গ্রামে জমি সংক্রান্ত একটি গণ্ডগোলের ঘটনায় হেঁসোর আঘাতে একজন গ্রামবাসী নিহত হন। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

ঝড়-জলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৬ অকটোবর—উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে হঠাৎ ধেয়ে আসা ঝড়জলে আজ বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ থানার নিস্তা গ্রামে ২৫টি বাড়ী ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহরও সন্ধ্যে থেকে নিষ্প্রদীপ হয়ে পড়ে।

অভিযোগ চাপা দেওয়ার চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার শীতলপাড়া গ্রামের জনৈক রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে রেশন কারড নবীকরণ ফরম (যা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়ে থাকে) প্রতি প্রত্যেকের কাছে ৩০ পয়সা করে আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

জঙ্গিপুরের ছেলে ডক্টরেট

জঙ্গিপুর শহরের সাহেববাজার পল্লীর ছেলে বলরাম সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেণ্টার অব এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডি ইন রেডিও ফিজিক্স এ্যণ্ড ইলেকট্রনিক্স'-এ 'আয়োনোস্ফেরিক প্রোপাগেশন্ অব লো-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ওয়েভস্'-এর উপর গবেষণা করে এ বছর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন। তিনি জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে ফিজিক্স-এ অনার্স নিয়ে বি এস-সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রেডিও ফিজিক্স এ্যণ্ড ইলেকট্রনিক্স-এ বি-টেক ও এম-টেক্ পাস করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের রীডার ডঃ অরুণকুমার সেনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালান।

বিজ্ঞপ্তি

সাগরদীঘি ক্রীড়া পরিষদ পরিচালিত ফুটবল প্রতিযোগিতার স্থগিত খেলাগুলি শুরু হতে চলেছে। খেলার তারিখ আগামী ১৪, ১৭, ২০, ৩০ এবং ৩১শে অক্টোবর। প্রসঙ্গতঃ জানানো হচ্ছে ফাইনাল খেলায় বিজয়ী ও বিজিত দলকে শীল্ড কাপ-এর পরিবর্তে উভয় দলকেই শীল্ড (বড় ও ছোট) এবং সেমি ফাইনালে পরাজিত দুই দলের মধ্যে একটি বিশেষ সান্ত্বনা ফাইনাল খেলিয়ে শ্রেণীগতভাবে শীল্ড ও কাপ পুরস্কার দেওয়া হবে।

সম্পাদক,
সাগরদীঘি ক্রীড়া পরিষদ।

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট**
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

গান্ধী জন্মোৎসব

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ অকটোবর—গতকাল মঙ্গলজন গ্রামীণ পাঠাগার ও ক্লাবে গান্ধীজীর জন্ম উৎসব পালন করা হয়। মঙ্গলজন হতে উমরপুর মোড় পর্যন্ত ছোট ছেলেমেয়েদের এ ক ত্র করে প্রভাতফেরী বের করা হয়।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

৭) আগড় করে হসর মসর
কে আছে তোর ঘরে।
সত্য করে বলরে কোনার মা
কে আছে তোর ঘরে॥

৮) লতুন করে খোলারে চাপালাম
ভাজলাম চালের গুঁড়া,
এ গুঁড়া যে না খেতে পারবে
মারবো লাদনার হুড়া।

৯) বাঁশের পাতা চাকুম রে চুকুম,
আমের পাতা সরু।
তোকে বারে বারে করি রে
মানা,
যাস না বামুন পাড়া।
কেড়ে লিবে হাতের বালা,
ছিঁড়বে গলার মালা॥
তোকে বারে বারে .....

'দুর্গা মাই কী জয়' বা ওই ধরনের কোন ধ্বনির বালাই এখানে নাই। নাচ-গানের পর প্রতিমা নামিয়ে তাঁরা লা ঠি খে লা য় মাতেন। সব শেষে দীঘিতে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে সময় লাগে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা।

পশুখাদ্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফাদিলপুর সেতুর বিপদ কাটাবার জন্য পাথর ফেলা হচ্ছে। বন্যাক্লিষ্ট এলাকায় ভ্রাম্যমান চিকিৎসকদলের ৩টি, পশু চিকিৎসার ২টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ১টি এবং জনস্বাস্থ্য দপ্তরের ৩টি ইউনিট ব্যাপকভাবে কলেরা ও রোগ প্র তি ষে ধ ক টীকা দিচ্ছেন। ডাঃ বায়াতুল্লা জানান, ৭০ হাজার লোককেই টীকা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

বন্যার ফলে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লক এবং ফরাক্কা ব্লকে নিদারুণ পশু-খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। পশুখাদ্যের সঙ্কট সম্পর্কে ওই দিন ত্রাণমন্ত্রী রামকৃষ্ণ সারাওগীকেও ওয়াকিবহাল করা হয়। আজ এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক মীরা সেনগুপ্ত জা না ন, রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের জন্য ১৫ মেট্রিক টন পশুখাদ্য চাওয়া হয়েছে; ফরাক্কা ব্লকও পশুখাদ্য চাইতে পারে। এক প্রশ্নের উত্তরে মীরাদেবী ব লে ন, বন্যাক্লিষ্ট এ লা কা য় আর এক পক্ষের জন্য খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হবে।

বিগত বন্যার সময় ভাগীরথীর জল উপচে সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া এবং পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের কিছু অংশ বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। সাগরদীঘির বি ডি ও ভুজঙ্গভূষণ সাহা জানান, বন্যার জল দ্রুত নেমে যাওয়ায় কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

ক্ষেতমজুরদের কাজের নিরাপত্তা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন

ক্ষেতমজুরদের কাজের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সহায়ক সুযোগ সুবিধা আইনের সাহায্যে বলবৎ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি আইন প্রণয়ন করার কথা চিন্তা করছেন। এতদ্-সম্পর্কিত একটি বিলের খসড়ার উপর এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে কাজ চলছে।

প শ্চি ম ব ঙ্গ ক্ষেতমজুরদের দেয় ন্যূ ন ত ম মজুরীর হার ইতিমধ্যেই সংশোধন করা হয়েছে। বা র্ষি ক ক্রেতা মূল্য সূচকসংখ্যার সঙ্গে মজুরি সংযুক্ত করে এটা করা হয়েছে। পুরুষ এবং নারী শ্রমিকদের মজুরির হারও সমান করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার শ্রম মহাধ্যক্ষের অধীনে একটি সংস্থা স্থাপনের মঞ্জুরি দিয়েছেন। উক্ত সংস্থা, অন্যান্য কাজের মধ্যে, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একজন করে ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক এবং ৩০ জন সমশ্রম মহাধ্যক্ষ নিয়োগ করার ব্য স্থাও করেছে। ক্ষেতমজুরদের জন্য ন্যূনতম মজুরি রূপায়ণের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার কাজও ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। —নিউজ ব্যুরো

দুর্গাপূজা ও বিজয়া সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিক্রি হয়েছে বলে শোনা গেছে। সদরঘাটে ওই দিন নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টা এবং এ্যাসিড ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনা ছাড়া পূজোর দিনগুলি শান্তি-পূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়। ৫ অক্টোবর মিরজাপুর রবীন্দ্র সংঘে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলনে রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি পরিবেশন করা হয় এবং অরুণকুমার রায় রচিত 'মুখোশের অ ন্ত রা লে' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই
ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন
❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।
প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম
তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।
সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

naa-JK-2

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।